ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৪১৩
আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী

বন্যা পরিস্থিতিতে সাহসিক ভূমিকার জন্য বিদ্যুৎ নিগমের ৪,২৯৪ জন কর্মীকে অনুদান

রাজ্যে বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাহসিক ভূমিকার সম্মানার্থে নিগমের সবস্তরের কর্মীদের এককালীন অনুদান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪,২৯৪ জন কর্মীকে এই অনুদান দেওয়া হবে। এজন্য ব্যয় হবে ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ২০০ টাকা। সর্বোচ্চ ১৭০০ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা পর্যন্ত একজন কর্মী পাবেন। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানান, রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের হেল্পার-২, হেল্পার এবং সিনিয়র হেল্পার সহ মোট ৫৭৪ জনকে জুনিয়র লাইনম্যান হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হবে। এর ফলে চাকুরীর মেয়াদ অনুযায়ী তাদের গড়ে কমপক্ষে ১১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৪৩০০ টাকা পর্যন্ত বেতন ভাতা বাড়বে বলে মন্ত্রী জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, গতবছর দুর্গা পুজার অষ্টমী দিনে রাজ্যে বিদ্যুৎ-এর সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩১১.৩ মেগাওয়াট। এবছর রাজ্যের গড় বিদ্যুৎ চাহিদা হচ্ছে ৩৩০ মেটাওয়াট।তবে গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রাজ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ-এর চাহিদা ছিল ৩৭৮.৫ মেগাওয়াট। এজন্য পুজোর সময়ে রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের লক্ষ্যে ৩৯০ মেটাওয়াট বিদ্যুৎ-এর চাহিদা স্থির করা হয়েছে। এজন্য ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।ব্যয় হবে ২ কোটি টাকা। তিনি জানান, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনাকূল্যে রাজ্যে ১৮০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।রাজ্যে ৯টি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন শীঘ্রই চালু করা হবে। এই বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের মধ্যে বিলোনীয়া ১৩২ কেভি , মনু ধলাই ১৩২ কেভি, অমরপুর ১৩২ কেভি, গর্জি ৩৩ কেভি, সেকেরকোট ৩৩ কেভি, মুহুরীপুর ৩৩ কেভি, নিদয়া ৩৩ কেভি এবং ডালাক ৩৩ কেভি নতুন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলি শীঘ্রই চালু করা হবে। পাশাপাশি গৌরনগর ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাব স্টেশনটিরও ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এটি চালু করা হবে। এছাড়াও ১৩২ এবং ৩৩ কেভি বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান। তিনি জানান, রাজ্যে আসন্ন দুর্গাপূজা ও দিপাবলীদিনগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম গুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। জঙ্গল পরিস্কার, ট্রান্সফরমার পরিবর্তন ও মেরামতি, বিদ্যুৎ খুঁটি ঠিক করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। পুজোর সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বিদ্যুৎ কর্মীদের শিফটিং ডিউটির ব্যবস্থা সহ বিদ্যুৎ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকল বিদ্যুৎ কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান।

******